মুদ্রণপ্রযুক্তি, অলংকরণ এবং বাংলা গ্রন্থ : ১৭৭৮-১৮৬৭

আমার গবেষণা কাজের শিরোনাম 'মুদ্রণপ্রযুক্তি, অলংকরণ এবং বাংলা গ্রন্থ: ১৭৭৮-১৮৬৭'। ১৭৭৮ এবং ১৮৬৭ বাংলা বই ছাপার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাল। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেডের 'এ গ্র্যামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ('A Grammar of the Bengal Language') বইতে প্রথম বাংলা হরফ ছাপা, বাংলা বইয়ের ছাপার ইতিহাসকে নানা দিকে চালিত করবে। আর ১৮৬৭ সালে এসে ঘটছে প্রকাশনার জন্য 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বুকস অ্যাক্ট'। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগে বাংলা বইয়ের নথিভুক্তি। ফলত বাংলা ছাপা বইয়ের জন্মলগ্ন থেকে সরকারি নজরদারির পূর্ববর্তী সময়কেই আমরা বেছে নিয়েছি গবেষণার জন্য।

১৭৭৮ থেকে ১৮৬৭ --- এই সময়সীমার মধ্যে বাংলা বই ছাপার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি, অলংকরণ নিয়ে আলোচনা, ছাপার ধরনের অদল-বদলকে দেখতে চাওয়া হয়েছে এই কাজে। বাংলা বইয়ের জন্মলগ্নের ইতিহাসকে দেখা দিয়ে এই কাজ শুরু হয়। ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মূল চারটি অধ্যায়ে গবেষণা নিবন্ধটিকে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়ের নাম ও বিষয়সংক্ষেপ আলোচনা করা হল-

প্রথম অধ্যায় : মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের পর্যালোচনা

- প্রাচ্যের মুদ্রণ ইতিহাস
- পাশ্চাত্যের মুদ্রণ ইতিহাস
- ভারতবর্ষের মুদ্রণ ইতিহাস
- বাংলার মুদ্রণ ইতিহাস
- বিশ্বে ছাপাখানার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভারত ও বাংলার ছাপাখানার তুলনামূলক আলোচনা

মুদ্রণশিল্প বলতে আজ যা আমরা বুঝি তা যন্ত্রের ধারণা : যন্ত্রের সাহায্যে বই ছাপার শিল্প। কিন্তু 'ছাপ তোলা' (যা থেকে 'ছাপা' শব্দটি এসেছে) –এর জ্ঞান আমাদের অনেক আগে থেকেই ছিল। গোটা পৃথিবী এই ছাপ তোলার জ্ঞানকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছে। পৃথিবীতে ছাপাযন্ত্র আবিষ্কার ও ব্যবহারের ইতিহাস একরকম নয় বলেই আমরা এই অধ্যায়ে ছাপাযন্ত্রের ইতিহাসের দিকে নজর রেখেছি। এই ইতিহাসকে পড়বার ও ব্যাখ্যা করবার কাজ করা হয়েছে

দুটো স্তরে। এক, ছাপ তোলবার জ্ঞান থেকে মুদ্রণযন্ত্রের বিস্তার কীভাবে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে; আরেকটি মুদ্রণযন্ত্রের যন্ত্র হিসেবে বদলের ইতিহাস। দুই, চীনের কাঠের ব্লকে কাগজে ছাপ তোলা, গুটেনবার্গের কাঠের ছাপাযন্ত্র বা হ্যালহেডের গ্রামার বইতে বাংলা হরফ কোনোটিই একই প্রতিবেশে আসেনি। এই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে মুদ্রণযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং বই ছাপার ইতিহাসের একটি তুলনামূলক আলোচনায় এসেছি আমরা এই অধ্যায়ে। আবার চীন, জাপান, কোরিয়া প্রাচ্যের দেশগুলি বইয়ের ছাপ তোলবার কৌশল জানত, সেখান থেকে সেই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপে অথচ ভারতবর্ষে এল না। এই ধরনের নানা ভাবনা যা ছড়িয়ে আছে মুদ্রণযন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যে --- তাকে খোঁজবার চেষ্টা আমরা করেছি এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলায় পুথি ও মুদ্রিত বই

- পুথি ও ছাপা বইয়ের সজ্জা
- পুথি ও ছাপা বইয়ের বিরোধ
- পুথি-সংস্কৃতি ও মুদ্রণ-সংস্কৃতি

প্রথমে আমরা আলোচনা করেছি পুথি ও বাংলা ছাপা বইয়ের গঠনসজ্জা নিয়ে। বাঙালি যখন বই ছাপতে শুরু করলেন তখন তাঁদের কাছে বই ছাপার নিদর্শন হিসেবে যেমন ছিল ইউরোপে ছাপা বই, তেমন তাঁদের ছিল পুথির সংস্কৃতি। ‘সচিত্র অন্নদামঙ্গল’-এর ছবি আঁকতে গিয়ে রামচাঁদ রায় নিশ্চয় মনে করেছেন পুথির পাটাচিত্রের কথা। যে কারণে পুথির আকারে বই ছাপার চল ছিল শুরুর দিকে। আবার পুথি থেকে ছাপা বইয়ের অভিজ্ঞতায় কীভাবে বদলে গেল কবিতার লাইন অথবা যতিচিহ্ন তা আমরা জানি। পুথি ও ছাপা বইয়ের এই পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে। দ্বিতীয় অংশে ছাপা বই ইংরেজের প্রয়োজনে ছাপা হলেও পুথির পরিবর্তে ছাপাবইকে বাঙালি কি খুব সহজেই গ্রহণ করে নিয়েছিল, এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে ছাপা বই যে সংস্কৃতির জন্ম দেয় ইউরোপে, বাংলাতেও কি তেমনটা হয়--- সে বিষয়ে। অর্থাৎ ছাপাবই সমাজে কী কী ধরণের প্রভাব তৈরি করে তার পর্যবেক্ষণ।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ছাপা বই : মুদ্রণ, প্রযুক্তি ও প্রকাশনা

- বইয়ের গঠনসজ্জা
- কাগজ
- কালি
- বাংলা হরফ
- মুদ্রণযন্ত্র
- মুদ্রক-প্রকাশক
- বাংলায় মুদ্রক-প্রকাশক-বিক্রেতা

প্রথম অংশে বাংলা ছাপা বইয়ের গঠনসজ্জার নানা প্রবণতা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বইয়ের 'বই' হয়ে ওঠা একটি যৌথ প্রক্রিয়া। কোনো বিষয় লেখক থেকে পাঠক অবধি যাওয়ার আগে অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। সেই ধাপগুলিতে প্রকাশক, প্রুফ দেখছেন যিনি, মুদ্রক, আলংকারিক, বই বাঁধাই করছেন যিনি --- এমন অনেক মানুষ তাঁদের দক্ষতা দিয়ে বই নামক 'পণ্য'টি বানিয়ে তোলেন। একটি বইয়ের লেখক থেকে পাঠক অবধি পৌঁছনো এই নিয়ে শুরুর আলোচনা। বাংলা ছাপা বইয়ের এই অভিযানই আমাদের লক্ষ্য। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বই ছাপার প্রযুক্তি। কাগজ, কালি, হরফ, ছাপার যন্ত্র এই চারটে উপাদান থাকতে হয় বই ছাপতে হলে। বাংলা বই ছাপার ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলির মেলবন্ধন হচ্ছে কীভাবে সে নিয়ে আলোচনা। সঙ্গে প্রতিনিধিমূলক কিছু বাংলা প্রকাশনা নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছে এই অংশে।

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা বইয়ের অলংকরণ

- পুথি থেকে বইয়ের অলংকরণ
- উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ পদ্ধতি
- উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ

ছাপার অক্ষরের সঙ্গে ছবি কি অনিবার্য? ছবি কেন এসে জোড়ে লেখার সঙ্গে, কী কী ভাবে সেই জোড় তৈরি হতে পারে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অংশে। দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে, উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা বইতে ছবি জুড়েছিল কোন যুক্তিতে তা

নিয়ে। বাংলা বইতে ছবি ছাপবার জন্য ছিল নানা প্রযুক্তিও। কীভাবে সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করলেন আলংকারিকেরা সে নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা ছাপা বইয়ের গড়ে ওঠার পর্বের কিছু বড় বদল বা পরিবর্তন ও পৃথিবীর ছাপার ইতিহাসের সঙ্গে তার তুলনায় গিয়ে আলোচনা করা ছিল আমাদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য। কিন্তু গবেষণা কাজের শেষের দিকে এসে আমরা বদল, পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে সরে এসেছি প্রবণতার ইতিহাসে। কী কী ধরনের প্রবণতা দেখা যায় বাংলা বই ছাপার শুরুতে সেটাই দেখানো হয়েছে এই কাজে। বাংলায় ইউরোপের মতো ছাপার প্রয়োজনের যুক্তিতে প্রযুক্তি ধাপে ধাপে আসেনি ঠিকই। কিন্তু একই সঙ্গে নানান প্রযুক্তি ছাপার জন্যে হাজির ছিল। রুচি, মর্জি, অর্থনৈতিক কারণে প্রযুক্তি বেছে নেওয়া যেত ছাপার জন্য। তাই নানান সম্ভাবনা বাংলা বই ছাপার নানান প্রবণতার দিককে খুলে দিল ১৭৭৮ থেকে ১৮৬৭ এই সময়সীমার মধ্যে।

অপরূপা ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়